৩। হযরত ঈসা (আঃ)-এর মিলাদ পাঠ ও কেয়াম

নবী করিম (দঃ)-এর ৫৭০ বৎসর পূর্বে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের আবির্ভাব। তিনি তাঁর উম্মত-হাওয়ারী (বনী ইসরাইল) কে নিয়ে নবী করিম (দঃ)-এর মিলাদ শরীফ পাঠ করেছেন। উম্মতের কাছে তিনি আখেরী জামানার পয়গম্বর (দঃ) এর নাম ও সানা সিফাত এবং তাঁর আগমন বার্তা এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

وَاِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِىْ اِسْرَائِيْلَ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّأْتِىْ مِنْ بَعْدِىْ اِسْمُهٗ اَحْمَدُ ۔

অর্থাৎঃ "হে আমার প্রিয় রাসুল! আপনি স্মরণ করে দেখুন ঐ সময়ের কথা- যখন মরিয়ম তনয় ঈসা (আঃ) বলেছিলেন ঃ হে বনী ইসরাইলঃ আমি তোমাদের কাছে নবী হয়ে প্রেরিত হয়েছি। আমি আমার পূর্ববর্তী তাওরাত কিতাবের সত্যতার সাক্ষ্য দিচ্ছি এবং এমন এক মহান রাসুলের সুসংবাদ দিচ্ছি— যিনি আমার পরেই আগমন করবেন এবং তাঁর নাম হবে আহমদ (দঃ)" সুরা আছ ছফ -৬ আয়াত।

হযরত ঈসা (আঃ)-এর ভাষণ সাধারণতঃ দন্ডায়মান অবস্থায় হতো। আর এটাই ভাষণের সাধারণ রীতিও বটে। ইবনে কাছির বেদায়া ও নেহায়া গ্রন্থের ২য় খন্ড ২৬১ পৃষ্ঠায় উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন ঃ

وَخَاطَبَ عِيْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ اُمَّتَهُ الْحَوَارِيِّيْنَ قَائِمًا ۔

অর্থাৎঃ "ঈসা (আঃ) দন্ডায়মান (কেয়াম) অবস্থায় তাঁর উম্মৎ হাওয়ারীদেরকে নবীজীর আগমনের সুসংবাদ দিয়ে বক্তৃতা করেছিলেন"। সুতরাং মিলাদ ও কিয়াম হযরত ঈসা (আঃ)-এর সুন্নাত এবং তা নবীযুগের ৫৭০ বৎসর পূর্ব হতেই। (বেদায়া ও নেহায়া)